ঢাকা শহরে এডিস মশা নিয়ন্ত্রণে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়

মো. জুলকারনাইন, মো. মোস্তফা কামাল

২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৯

প্রেক্ষাপট

- এডিস মশা ডেঙ্গু জ্বর ছড়ানোর জন্য দায়ী - *এডিস ইজিপ্টাই* ও *এডিস এলবোপিকটাস* প্রজাতির মশার মাধ্যমে এর সংক্রমণ হয়ে থাকে; ডেঙ্গু ছাড়াও এই মশা চিকুনগুনিয়া ও জিকা ভাইরাস সংক্রমণ করে থাকে
- ১৯৭০ এর দশকের পূর্বে মাত্র ৯টি দেশের ডেঙ্গু মহামারীর অভিজ্ঞতা হয়েছিল; তবে গত কয়েক দশকে খুব দ্রুতহারে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে; পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক মানুষ বর্তমানে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছে;
- বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রাক্কলিত তথ্যমতে প্রতি বছরে প্রায় ১০০টি দেশে ৫০-১০০ মিলিয়ন (৫-১০ কোটি) মানুষ ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়
- বাংলাদেশে ১৯৬৪ সাল থেকে ডেঙ্গুর ঘটনা রেকর্ড করা হয়েছে
- বাংলাদেশে ব্যাপক আকারে ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব হয় ২০০০ সালে (আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি ৫ ,৫৫১ এবং মৃত্যু ৯৩ জনের)
- বাংলাদেশে ডেঙ্গু প্রাদুর্ভাবের সময়কাল সাধারণত মে-সেপ্টেম্বর হলেও সরকারি তথ্যমতে ২০১৩ সাল হতে সারা বছরব্যাপি ডেঙ্গু সংক্রমণ হচ্ছে

প্রেক্ষাপট (চলমান...)

- বাংলাদেশে এডিস মশার মাধ্যমে ২০১৭ সালে চিকুনগুনিয়ার ব্যাপক প্রাদুর্ভাব দেখা যায় (আক্রান্ত ১৩,৮১৪ জন)
- ২০১৯ সালে ডেঙ্গুতে আক্রান্তের সংখ্যা ও মৃত্যুর সংখ্যা আগের যেকোনো বছরের তুলনায় বেশি
- স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোল রুমের তথ্যমতে ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি ৮২,৯৯০ জন এবং মৃত্যু ৬৮ জন; ডেঙ্গু আক্রান্তের ৫৪.৯ শতাংশ ঢাকার এবং ৪৫.১ শতাংশ রোগী ঢাকার বাইরের
- ডেঙ্গু আক্রান্তের প্রকৃত চিত্র/প্রাক্কলন পাওয়া যায় না; বিশেষজ্ঞদের মতে ডেঙ্গুতে আক্রান্তের সংখ্যা কয়েক লক্ষ; বেসরকারি তথ্যমতে মৃত্যু ২২৩ জনের (১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত)

গবেষণার যৌক্তিকতা

- টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টে ২০৩০ সালের মধ্যে যক্ষ্মা, ম্যালেরিয়া, এইডসসহ সকল ধরনের গ্রীষ্মমণ্ডলীয় রোগের (Tropical Disease) মহামারী নির্মূল করার প্রত্যয় (অভীষ্ট ৩) ব্যক্ত করা হলেও যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের ঘাটতির অভিযোগ
- ডেঙ্গু ব্যাপকতা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকলেও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের একাংশের অস্বীকার, যথাসময়ে যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণে ঘাটতি, মশা নিয়ন্ত্রণে অব্যবস্থাপনা, কীটনাশক ক্রয়ে অনিয়ম-দুর্নীতি, জরুরি পরিস্থিতিকে কেন্দ্র করে ডেঙ্গু পরীক্ষার কিট, মশক নিধন যন্ত্র, জনস্বাস্থ্য কীটনাশক, রোগ-নির্ণয় ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিভিন্ন সিন্ডিকেটের সক্রিয় হওয়ার বিষয়গুলো সংবাদমাধ্যমে প্রকাশ
- ২০১৭ সালে চিকুনগুনিয়া প্রাদুর্ভাবের সময়ও প্রায় একই ধরনের অভিযোগ সংবাদমাধ্যমে উঠে আসে
- বাংলাদেশে বিশেষত ঢাকায় ২০০০ সাল থেকে ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব হলেও এবং বিগত কয়েক বছরের অন্যতম রোগের বোঝা (disease burden) হওয়া সত্ত্বেও ডেঙ্গু প্রতিরোধ ও এডিস মশা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম কতটুকু কার্যকর হচ্ছে এবং কার্যকর না হলে কেন হচ্ছে না তা নিয়ে অনুসন্ধানী গবেষণার প্রয়োজনীয়তা
- সুশাসন প্রতিষ্ঠায় টিআইবি'র কার্যক্রমে স্বাস্থ্য একটি অন্যতম খাত; স্বাস্থ্য খাতের বিভিন্ন গবেষণার ধারাবাহিকতায় ডেঙ্গুকে একটি জরুরি স্বাস্থ্য পরিস্থিতি হিসেবে বিবেচনা করে বর্তমান গবেষণাটি পরিচালিত

গবেষণার উদ্দেশ্য

ঢাকা শহরে এডিস মশা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা করা এবং এ সংশ্লিষ্ট সুশাসনের চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য

- এডিস মশা নিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন ধাপের কার্যক্রম পর্যালোচনা করা
- এডিস মশা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে বিদ্যমান অনিয়ম-দুর্নীতির ধরন ও কারণ চিহ্নিত করা
- এডিস মশা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের মধ্যে সমন্বয় পর্যালোচনা করা
- এডিস মশা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সুপারিশ প্রদান করা

গবেষণার পরিধি

- এডিস মশা জরিপ, ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা চিহ্নিতকরণ, ডেঙ্গুর পূর্বাভাস
- মশা নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা
- মশা নিধন জনবল ও উপকরণের চাহিদা নিরূপণ এবং ক্রয় প্রক্রিয়া
- কীটনাশকের মান পরীক্ষা, কীটনাশক নিবন্ধন
- মাঠ পর্যায়ে কীটনাশক প্রয়োগ
- মশা নিধন কার্যক্রম মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ
- মশা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলোর সমন্বয়

গবেষণা পদ্ধতি

- গবেষণা পদ্ধতি
  - গুণগত গবেষণা পদ্ধতি ব্যবহার করে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ
  - প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উৎস হতে তথ্য সংগ্রহ
- প্রত্যক্ষ তথ্যের উৎস: উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের রোগ নিয়ন্ত্রণ শাখা, রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, মশা নিবারণী দপ্তর, কীটনাশক আমদানি, বিক্রয় ও উৎপাদন প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি বালাই/কীট নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠান
- পরোক্ষ তথ্যের উৎস: প্রাসঙ্গিক আইন ও বিধি, গবেষণা প্রতিবেদন, ওয়েবসাইটে প্রকাশিত তথ্য, বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদ
- প্রত্যক্ষ তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি:
  - মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার: সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী, কীটতত্ত্ববিদ, জনস্বাস্থ্য গবেষক, কীটনাশক আমদানিকারক, বিক্রয় ও উৎপাদনকারী, বেসরকারি বালাই/কীট নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠানের মালিক
- তথ্য সংগ্রহের সময়কাল: ২০ আগস্ট থেকে ২০ সেপ্টেম্বর ২০১৯

গবেষণার ফলাফল

মশা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে নিয়ন্ত্রক সংস্থা ও সংশ্লিষ্ট অংশীজন

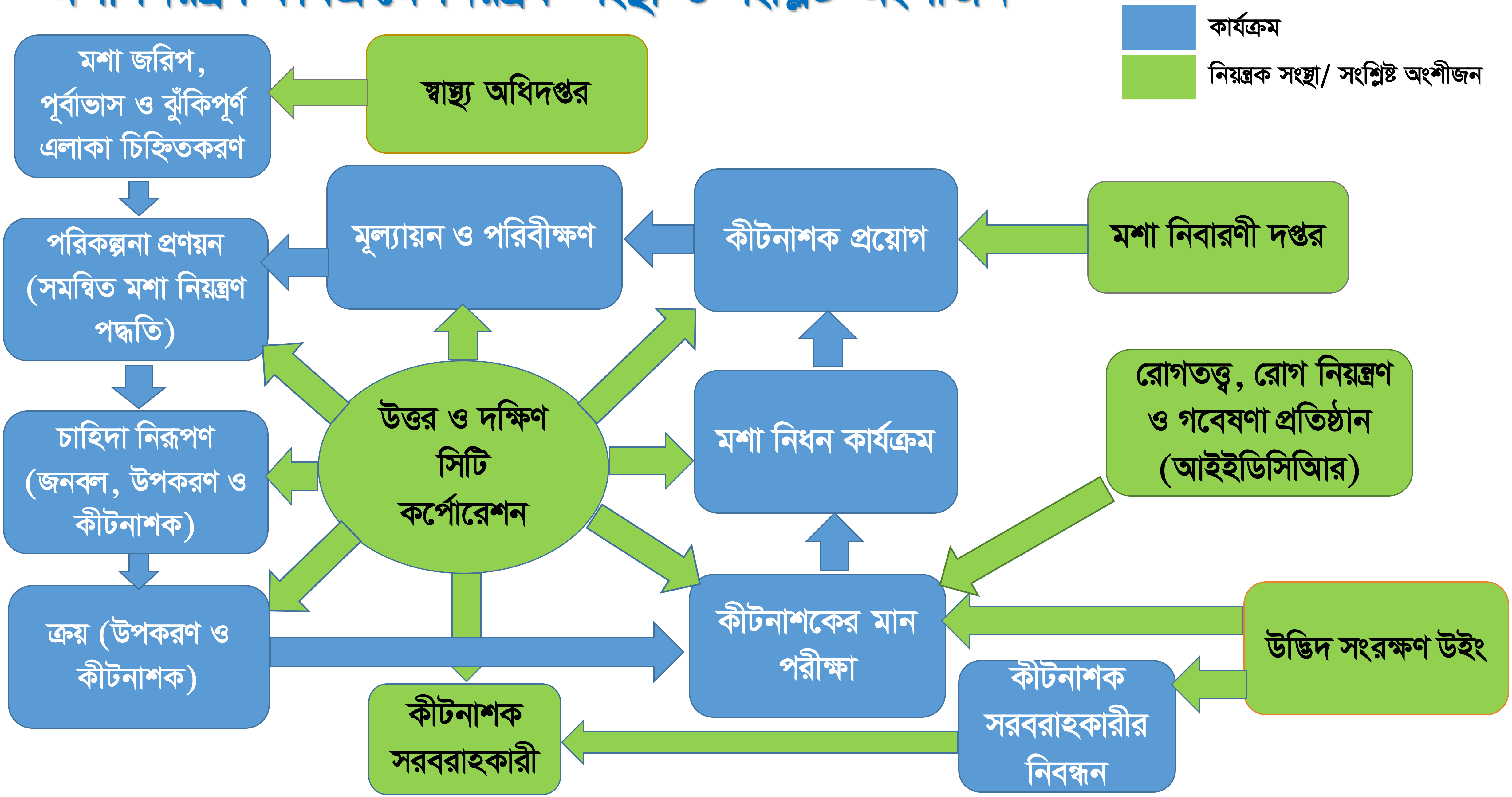

এডিস মশা নিয়ন্ত্রণে ২০১৯ সালে গৃহীত উদ্যোগ

ডেঙ্গুর ব্যাপকতাকে স্বীকার করে দুই সিটি কর্পোরেশন ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অংশীজন কর্তৃক বিলম্বে হলেও কিছু উদ্যোগ গ্রহণ

- অকার্যকর কীটনাশক সরবরাহ করায় এবং নির্ধারিত সময়ে সরবরাহ করতে না পারার কারণে দীর্ঘদিন ধরে কীটনাশক সরবরাহকারী একটি প্রতিষ্ঠানকে উত্তর সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক ৫ মাসের জন্য কালো তালিকাভুক্তকরণ (জুলাই ২০১৯)
- উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং-এর সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের মাধ্যমে বিতর্কিতভাবে বন্ধ রাখা কিছু জনস্বাস্থ্য কীটনাশকের আমদানি প্রক্রিয়া পুনরায় উন্মুক্তকরণ (জুলাই ২০১৯)
- নতুন কীটনাশক ক্রয়ের জন্য উভয় সিটি কর্পোরেশন বহিস্থ কীটতত্ত্ববিদ, অন্যান্য দপ্তরের বিশেষজ্ঞসহ সিটি কর্পোরেশনের মশক নিয়ন্ত্রণ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে কারিগরী উপদেষ্টা কমিটি গঠন (জুলাই ২০১৯)
- বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তাদের মশা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করা (আগস্ট ২০১৯); যেমন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট থেকে কীটতত্ত্ববিদ বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা প্রেষণে উত্তর সিটিতে প্রেরণ; ডেঙ্গু রোগের প্রাদুর্ভাব মোকাবেলায় ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন এলাকায় সচেতনতামূলক কর্মসূচি পরিচালনার জন্য ‘ওয়ার্ড ডেঙ্গু প্রতিরোধ সেল’ গঠন
- বিদ্যমান কীটনাশকের অকার্যকরতার কারণে নতুন কীটনাশক আমদানি ও প্রয়োগ (আগস্ট ২০১৯)
- ডেঙ্গু মশার উৎস ধ্বংস করার জন্য ‘চিরুনি অভিযান’; ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা ও জরিমানা আরোপ (আগস্ট ২০১৯)
- বিশেষজ্ঞদের অংশগ্রহণে ও তাদের মতামতের ভিত্তিতে ডেঙ্গু প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম পরিচালনা করা এবং ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ

এক নজরে ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন মশা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম সম্পর্কিত তথ্য

বিষয়	উত্তর সিটি কর্পোরেশন	দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন
মোট ওয়ার্ড	৫৪ (৩৬ পুরাতন+১৮টি নতুন)	৭৫ (৫৭ পুরাতন+১৮টি নতুন)
আয়তন	৮২.৬৩৮ ব.কি.	১০৯.২৫১ ব.কি.
জনসংখ্যা	৩৯,৫৭,৩০২ (বিবিএস ২০১১)	৩৮,৮৩,৪২৩ (বিবিএস ২০১১)
হোল্ডিং সংখ্যা	১৭২,২৫৪	১৬৫,০০০
মশক নিয়ন্ত্রণ বাজেট ২০১৮-১৯	২১ কোটি টাকা	২৬ কোটি টাকা
মশক নিয়ন্ত্রণ ব্যয় (২০১৮-১৯)	মোট ব্যয় ১৭.৫ কোটি টাকা (কীটনাশক ১৪.০ কোটি টাকা, কচুরিপানা ও আগাছা পরিষ্কার ১.৫ কোটি টাকা, ফগার/হুইল/স্প্রে মেশিন পরিবহন ২.০ কোটি টাকা)	মোট ব্যয় ১৯.৫২ কোটি টাকা (কীটনাশক ১৭.৩৯ কোটি টাকা, কচুরিপানা ও আগাছা পরিষ্কার ০.২৫ কোটি টাকা, ফগার/হুইল/স্প্রে মেশিন পরিবহন ১.৮৮ কোটি টাকা)
যন্ত্রপাতি	হ্যান্ড স্প্রেয়ার- ৪৫৯টি (নতুন ক্রয় ৪৬৩) ফগিং মেশিন- ৩২২টি (নতুন ক্রয় ২০০টি) হুইলব্যারো মেশিন- ১০টি	হ্যান্ড স্প্রেয়ার- ৪৯৮টি ফগিং মেশিন- ৩২৯টি হুইলব্যারো মেশিন- ১৭টি
মশক নিধন কর্মী	২৭০ (অনুমোদিত ২৮০ জন)	৪০৯
বাৎসরিক ব্যবহৃত কীটনাশক	এডাল্টিসাইড - ৩৪৯,০০০ লিটার লার্ভিসাইড - ২৭৯৯ লিটার	এডাল্টিসাইড- ২.২ লাখ লিটার (জানু-সেপ্টেম্বর'১৯) লার্ভিসাইড- ১৮১৫ লিটার (জানু-সেপ্টেম্বর'১৯)

এডিস মশা জরিপ ও ডেঙ্গু রোগের পূর্বাভাস

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের রোগ-নিয়ন্ত্রণ শাখার এডিস মশা জরিপঃ

- ২০১৩ সাল থেকে রোগ-নিয়ন্ত্রণ শাখা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার অর্থায়নে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিজ্ঞান বিভাগের সহায়তায় এডিস মশার ঘনত্ব নির্ণয়ের জরিপ কার্য পরিচালনা করে থাকে; ২০১৭ সাল থেকে এই জরিপ বছরে তিনবার (প্রাক বর্ষা মৌসুম, বর্ষা মৌসুম ও বর্ষা পরবর্তী মৌসুম) করা হয়; এই জরিপগুলোতে সারা বছর জুড়ে এডিস মশার লার্ভা ও পিউপার উচ্চ ঘনত্ব দেখা যায়
- ঢাকায় ২০১৯ এর প্রাক-বর্ষা মৌসুম ব্রাটু ইনডেক্স (Breteau Index) এ মশার লার্ভার ঘনত্ব ছিল গড়ে ২১ (ডিএনসিসি) ও ২৬ এর অধিক (ডিএসসিসি); একটি এলাকায় ২০ শতাংশের বেশি পাত্রে লার্ভা পাওয়া গেলে পরিস্থিতি ঝুঁকিপূর্ণ বলে বিবেচনা করা হয়; ২০১৮ সালেও দুই সিটির এই গড় ছিল ২০ এর অধিক, যা ক্ষতিকর মাত্রার চেয়ে বেশি বলে সিটি করপোরেশনসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে সতর্ক করা হয়
- ৩১ জুলাই থেকে ৪ আগস্ট ২০১৯ সময়কালে ঢাকা শহরের ১৪টি স্থানে করা বিশেষ মশা জরিপে বাস টার্মিনাল, বাস ডিপো, সরকারি হাসপাতাল, রেলস্টেশনের মতো পাঁচটি স্থানে ৮০ শতাংশের বেশি এডিস মশার লার্ভা পাওয়া যায়
- এডিস মশার জরিপ শুধুমাত্র ঢাকা-কেন্দ্রিক হওয়ায় ঢাকার বাইরে অন্যান্য জেলায় আগাম সতর্কবার্তা দেওয়া সম্ভব হয় নি

এডিস মশা জরিপ ও ডেঙ্গু রোগের পূর্বাভাস (চলমান...)

কীটনাশকের কার্যকরতা নিয়ে আইসিডিডিআর,বি'র গবেষণা

- একটি গবেষণায় (মে ২০১৮) এডিস মশার কয়েকটি কীটনাশকের ক্ষেত্রে প্রতিরোধ ক্ষমতা **(Resistance)** পরীক্ষায় পারমিথ্রিনে এডিস ও কিউলেক্স মশার মধ্যে অতি উচ্চ মাত্রায় কীটনাশক প্রতিরোধ ক্ষমতা দেখা যায়; উল্লেখ্য ঢাকার দুই সিটি কর্পোরেশন মশক নিধনে যে মিশ্রণটি ব্যবহার করে তার মধ্যে কিলিং এজেন্ট হচ্ছে পারমিথ্রিন
- এক্ষেত্রে কার্যকর ওষুধ হিসেবে 'বেন্ডিওকার্ব' নিবন্ধন না হওয়া পর্যন্ত ম্যালাথিউন বা ডেল্টামেথ্রিন ব্যবহারের পরামর্শ প্রদান

এডিস মশা জরিপ ও ডেঙ্গু রোগের পূর্বাভাস: চ্যালেঞ্জ

আগাম পূর্বাভাসকে গুরুত্ব না দেওয়া

- জাতীয় নির্বাচনের বছর হওয়ার কারণে একজন উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা আইসিডিডিআর,বি'র এই গবেষণার তথ্য গণমাধ্যমে প্রকাশ না করার জন্য নির্দেশ দেন
- আইসিডিডিআর,বি-এর গবেষণার পদ্ধতি ও গবেষণা করার এখতিয়ার নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন; প্রতিবেদন প্রত্যাখ্যান করে পরবর্তীতে কীটনাশক সহনশীলতা পরীক্ষা না করেই ২০১৮-১৯ অর্থবছরের জন্য উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন যথাক্রমে ১৪ কোটি এবং ১৭.৩৯ কোটি টাকার পুনরায় একই কীটনাশক (পারমিথ্রিন) (জ্বালানিসহ) ক্রয় করে
- গণমাধ্যমে প্রকাশিত ডেঙ্গুর ভয়াবহতাকে গুরুত্ব না দিয়ে সিটি কর্পোরেশনসহ সরকারের একাধিক দায়িত্বশীল ব্যক্তি একে 'গুজব' বলে অভিহিত করেন এবং এ বিষয়ে দায়িত্বজ্ঞানহীন মন্তব্য করেন

এডিস মশা জরিপ ও ডেঙ্গু রোগের পূর্বাভাস: চ্যালেঞ্জ (চলমান...)

ডেঙ্গুর প্রকৃত চিত্র চিহ্নিত করায় ঘাটতি

- ডেঙ্গু প্রাদুর্ভাবের শুরুতেই অধিক আক্রান্ত এলাকা চিহ্নিত করে সেখানে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে নি
- স্বাস্থ্য অধিদপ্তর শুধুমাত্র হাসপাতালে ভর্তি হওয়া সংখ্যা বিবেচনা করে - সক্ষমতার ঘাটতির কারণে ঢাকায় সকল সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালের মধ্যে মাত্র ৪১টির তথ্য সংকলন করা হয়; রোগ-নির্ণয় কেন্দ্রগুলো থেকে পরীক্ষায় নিশ্চিত হওয়া ডেঙ্গু রোগী যারা আক্রান্ত হয়েছে কিন্তু হাসপাতালে ভর্তি হয়নি, তাদের তথ্য সংকলন করা হয় নি; উল্লেখ্য, ঢাকায় শুধু বেসরকারি হাসপাতালের সংখ্যাই প্রায় ৬ শতাধিক; এবং রোগ-নির্ণয় কেন্দ্রের সংখ্যা প্রায় ১০০০
- শুধুমাত্র গুটিকয়েক হাসপাতালের খণ্ডিত পরিসংখ্যান দিয়ে অন্যান্য দেশের ডেঙ্গু আক্রান্তের হারের সাথে তুলনামূলক চিত্র দিয়ে ডেঙ্গু পরিস্থিতির মাত্রা কম দেখানো

মশা নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা

- জাতীয় পর্যায়ে রোগ-সংক্রামক কীট নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনা কৌশল নেই; তবে রোগ-সংক্রামক কীটের সমন্বিত ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম বৃদ্ধি করার ওপর জাতীয় কৌশলের খসড়া তৈরি করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল ২০১৭ সালে, যা এখনো প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে
- এ বিষয়ে কোনো সিটি কর্পোরেশনের কোনো ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা নেই

এলাকাভিত্তিক বা আঞ্চলিক পরিকল্পনা না থাকা

- জরুরি পরিস্থিতির পূর্বে ওয়ার্ডভিত্তিক কোনো পরিকল্পনা ছিল না - কোন কর্মী কবে কখন ফগিং করবে বা কোথায় কখন লার্ভিসাইড (মশার শুককীট নিধন) প্রয়োগ করবে

মশা নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা (চলমান...)

মশা নিয়ন্ত্রণে সকল পদ্ধতির সমন্বয় না করা

- এডিস নিয়ন্ত্রণে চারটি পদ্ধতি প্রয়োজন (পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা, জৈবিক ব্যবস্থাপনা, রাসায়নিক নিয়ন্ত্রণ এবং যান্ত্রিক পদ্ধতি) হলেও দুই সিটি কর্পোরেশন শুধু রাসায়নিক নিয়ন্ত্রণ করে থাকে; বাংলাদেশে ২০০০ সাল থেকে ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব থাকলেও বাকি পদ্ধতিগুলো সিটি কর্পোরেশনের পরিকল্পনায় ও বাজেটে রাখা হয় না
- দুই সিটি কর্পোরেশন শুধু সাধারণ কিউলেক্স মশাকে লক্ষ্য করে এর কার্যক্রম পরিচালনা করে; এডিস মশা নিয়ন্ত্রণের অন্যতম উপায় হচ্ছে এডিস মশার উৎস নির্মূল, কিন্তু এই বছরের ব্যাপক প্রাদুর্ভাবের আগে এডিস মশার উৎস নির্মূলের জন্য কোনো কার্যক্রম নেওয়া হয়নি
- দুই সিটি কর্পোরেশনের মশা নিয়ন্ত্রণ/ নিধন কার্যক্রম অধিকাংশ সময়েই অ্যাডাল্টিসাইড-নির্ভর (পূর্ণবয়স্ক মশা নিধন); কিন্তু বিশেষজ্ঞমতে অ্যাডাল্টিসাইড ৩০% এবং লার্ভিসাইড (মশার শুককীট নিধন) ৮০% কার্যকর
- অ্যাডাল্টিসাইডের চেয়ে লার্ভিসাইড এবং উৎস নির্মূল অনেক বেশি কার্যকর ও স্বল্প খরচের হলেও দুই সিটি কর্পোরেশনের কার্যক্রম সব সময় অ্যাডাল্টিসাইড কেন্দ্রিক; এর কারণ হচ্ছে-
  - এই কার্যক্রম মানুষের নজরে বেশি পড়ে
  - এই কার্যক্রমে ক্রয়ের সুযোগ বেশি এবং দুর্নীতির সুযোগ তৈরি হয়

মশা নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা (চলমান...)

উপযুক্ত কীটনাশক নির্ধারণ না করা (উভয় সিটি কর্পোরেশন)

- কীটনাশকের জৈবিক কার্যকরতা, কীটনাশকের প্রতি সংবেদনশীলতা, ব্যবহার পদ্ধতি, স্বাস্থ্য ঝুঁকি, পণ্যের নিবন্ধন, পণ্যের নিরাপদ ব্যবহার, বন্টন, মজুত ইত্যাদির সামর্থ্য, পণ্যের মূল্য ছাড়াও পরিচালন ব্যয় ইত্যাদি বিবেচনা না করেই কীটনাশক নির্ধারণ করা
- কীটনাশক নির্বাচন ও ক্রয় সম্পর্কিত কমিটি নিয়মিত কার্যকর নয়; অন্যান্য দপ্তরের বিশেষজ্ঞসহ এই কমিটির সদস্যরা নিয়মিত সভায় অংশগ্রহণ করে না
- বিশেষজ্ঞ ছাড়াই কীটনাশক নির্ধারণ (সিটি কর্পোরেশনের কীটতত্ত্ববিদ পদটি দীর্ঘদিন ধরে শূন্য)
- উপযুক্ত কীটনাশকের নির্বাচনে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের গবেষণাকে আমলে না নিয়ে একই কীটনাশক বারবার ক্রয়
- দুই সিটি কর্পোরেশনের মধ্যে সমন্বয়ের ঘাটতির কারণে এক সিটি কর্পোরেশনের কালো তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠান থেকে অন্য সিটি কর্পোরেশনের বাতিল করা কীটনাশক ক্রয়
- কোনো পরিকল্পনা ছাড়াই কীটনাশকের মেশিন ক্রয়; বিদেশ থেকে ক্রয়কৃত অনেকগুলো মেশিনের যন্ত্রাংশ বাংলাদেশে পাওয়া যায় না

মশা নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা (চলমান...)

কীটনাশক পণ্যের চাহিদা নির্ধারণ/ প্রাক্কলন

অর্থ বছর	কীটনাশক ক্রয় (কোটি টাকায়)	
	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশ	ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন
২০১৬-১৭ (সংশোধিত)	তথ্য পাওয়া যায় নি	১৫.৯৬
২০১৭-১৮ (সংশোধিত)	১৫.০	১২.০
২০১৮-১৯ (সংশোধিত)	১৪.০	১৭.৩৯
২০১৯-২০ (বাজেট)	৩০.০	৩৮.০

- চাহিদা নির্ধারণে আয়তন, রোগের প্রাদুর্ভাব, মশার ধরন, বিগত বছরের ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়গুলো বিবেচনায় নেওয়া হয় না
- এডিস মশা নিয়ন্ত্রণে বর্তমান অর্থবছরের বাজেটে বিশেষ কোনো কর্মসূচি না রেখে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন কীটনাশক ক্রয়ের বাজেট প্রায় দ্বিগুণ বাড়িয়েছে
- ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন কোনো কোনো বিশেষ কার্যক্রম পরিকল্পনায় রাখলেও কীটনাশকের বাজেট দ্বিগুণ করেছে

কীটনাশক ও উপকরণ ক্রয়

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনায় অনিয়ম

- প্রত্যেক অর্থবছরের শুরুতে ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন বা রাজস্ব বাজেটের অধীনে বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা নোটিশ বোর্ডে বা ওয়েবসাইটে প্রকাশ করার বিধান, এবং এক কোটি টাকা বা তার ওপরের পণ্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ক্রয় ও কারিগরি বিভাগের (সিপিটিইউ) ওয়েবসাইটে প্রকাশ করার বিধান [*সরকারি ক্রয় বিধিমালা ২০০৮*, বিধি ১৬ (৯), ১৬ (১১)] থাকলেও ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন কীটনাশক বিষয়ক ক্রয় পরিকল্পনা সিপিটিইউ বা তাদের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করে না; ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন সিপিটিইউ-এর ওয়েবসাইটে দিলেও তাদের নিজেদের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করে না

দরপত্রের নথি/ দলিল প্রস্তুতিতে অনিয়ম

- ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের দরপত্রে কীটনাশক বা কীটনাশকের উপাদান সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট বিবরণ দেওয়া হয় না
- যথাসময়ে ক্রয় প্রক্রিয়া শুরু ও সম্পন্ন না করায় উত্তর সিটি কর্পোরেশন কয়েক মাস কীটনাশক মজুদশূন্য ছিল
- ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের দরপত্র বিজ্ঞপ্তির কোনোটিতে কীটনাশকের পরিমাণের কথা উল্লেখ থাকলেও কোনো কোনোটিতে ছিল না
- একইভাবে দরপত্রে অংশগ্রহণের যোগ্যতা কোনোটিতে থাকে, কোনোটিতে থাকে না

কীটনাশক ও উপকরণ ক্রয় (চলমান..)

দরপত্র পদ্ধতিতে অনিয়ম

- বিগত পাঁচ অর্থবছরে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন সিপিটিইউ পরিচালিত ইজিপি পোর্টালের মাধ্যমে মশক নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত কীটনাশক ও যন্ত্রপাতি ক্রয় উন্মুক্ত দরপত্র গ্রহণ করে, কিন্তু দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন কীটনাশক ও যন্ত্রপাতি ক্রয়ে উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে না গিয়ে সরাসরি কার্যাদেশ প্রদান করে

- ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন ডকইয়ার্ড অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিমিটেড, নারায়ণগঞ্জকে সরাসরি কার্যাদেশ প্রদান করে; এই প্রতিষ্ঠান কীটনাশক আমদানি, উৎপাদন, পুনরুৎপাদন, মোড়কজাতকরণের জন্য 'বালাইনাশক (পেস্টিসাইডস) আইন, ২০১৮ (ধারা ৪)' অনুযায়ী উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং-এর অধীনে নিবন্ধিত নয়
  - 'সরকারি ক্রয় বিধিমালা ২০০৮' অনুযায়ী ক্রয়কার্যে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তির যোগ্যতার ক্ষেত্রে প্রস্তাবিত কার্য সম্পাদন, পণ্য সরবরাহ বা সেবা প্রদানের জন্য পেশাগত ও কারিগরী যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা থাকা, সন্তোষজনকভাবে পণ্য উৎপাদন ও তৈরির সামর্থ্য, বিক্রয় পরবর্তী সেবা প্রদানের সুবিধা থাকতে হবে বলা হলেও [বিধি ৪৮ (২) (ক) (অ, ই, ঈ, ঊ)] এ বিষয়ে তাদের কোনো পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল না এবং পেশাগত কারিগরি যোগ্যতা বা ব্যবস্থাপনা জ্ঞান নেই
  - সরকারি ক্রয় বিধিমালা ২০০৮ অনুযায়ী ক্রয়কারী কেবল একজন সরবরাহকারী বা ঠিকাদারকে দরপত্র দাখিলের জন্য যেসব শর্তে আহ্বান জানাতে পারবে তার কোনো শর্তই ডকইয়ার্ড অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিমিটেডের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় [বিধি ৭৬ (১) (গ, ছ, জ)]

কীটনাশক ও উপকরণ ক্রয় (চলমান..)

দরপত্র পদ্ধতির কারণে আর্থিক ক্ষতি

- ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন ডকইয়ার্ড অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিমিটেডকে প্রতি লিটার কীটনাশক ৩৭৮ টাকায় সরাসরি ক্রয়ের কার্যাদেশ দেওয়ায় প্রতি লিটার কীটনাশক ক্রয়ে ১৬১ টাকা ক্ষতি হয়েছে (কারণ তারা লিমিট এগ্রোপ্রোডাক্ট নামে যে প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে এই কীটনাশক ক্রয় করে সেই একই প্রতিষ্ঠান উত্তর সিটির উন্মুক্ত দরপত্রে একই কীটনাশকের জন্য প্রতি লিটারের দর ২১৭ টাকা প্রস্তাব করে) - এই হিসাবে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে কীটনাশক বাবদ মোট ক্রয়ের প্রায় ৪০ শতাংশ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে

দরপত্রের দলিল প্রক্রিয়াকরণ ও কার্যাদেশ প্রদানে অনিয়ম

- ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনে দরপত্র জমাদানের পর সর্বনিম্ন দরদাতাকে পূর্বে ক্রয় আদেশ পেয়ে মানসম্পন্ন কীটনাশক নির্ধারিত সময়ে সরবরাহ করতে না পারার কারণে কালো তালিকাভুক্ত করে; পরবর্তীতে এই দরদাতার কাছ থেকে ডকইয়ার্ড অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিমিটেডের মাধ্যমে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন কীটনাশক ক্রয় করে
- কীটনাশক ক্রয়ে ধাপে ধাপে কমিশন আদায়ের অভিযোগ পাওয়া যায় - বিল উত্তোলন ও গুদামে পণ্য সরবরাহের সময়

কীটনাশকের মান নিয়ন্ত্রণ

কীটনাশকের মাঠ পর্যায়ের কার্যকরতা পরীক্ষায় অনিয়ম

- ঢাকার দুই সিটি কর্পোরেশন ১০-১২ বছর ধরে মশা নিয়ন্ত্রণে একই কীটনাশক ব্যবহার করলেও কীটনাশকের কীট নিধনের সামর্থ্য ও কীটনাশক প্রতিরোধী ক্ষমতা পরীক্ষা করানো বা কীটনাশক পরিবর্তন করার কোনো উদ্যোগ ছিল না
- কীটনাশকের কার্যকরতা পরীক্ষার জন্য সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব কোনো ল্যাবরেটরি ও কীটতত্ত্ববিদ নেই

কীটনাশকের কার্যকরতা পরীক্ষার (Efficacy test) সীমাবদ্ধতা

- বিভিন্ন ধরনের জনস্বাস্থ্য কীটনাশক পরীক্ষা করতে ভিন্ন ভিন্ন প্রটোকল প্রয়োজন হয়; বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা নির্দেশিত ল্যাব সাপোর্ট, মশার রেয়ারিং কলোনি না রেখেই আইইডিসিআর কর্তৃক মশারির মধ্যে ফগিং করে দেখা হয় যে মশা এই ওষুধে মরে কিনা
- কোনো কীটতত্ত্ববিদ ছাড়াই আইইডিসিআর-এর কীটতত্ত্ব বিভাগ চলছে; চিকিৎসক দিয়ে কীটনাশকের কার্যকারতা পরীক্ষা করানো হতো;
- দুই সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক পাঠানো একই প্রতিষ্ঠানের সরবরাহকৃত একই পণ্য আইইডিসিআর-এর পরীক্ষায় একবার কার্যকর আরেকবার অকার্যকর বলা হয়েছে
- এছাড়াও কীটনাশকের কার্যকরতা পরীক্ষায় অনিয়ম-দুর্নীতি সংঘটিত হয়ে থাকে, যেমন নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের মাধ্যমে কার্যকরতার সনদ প্রদান, ঢাকার বাইরে থেকে কীটনাশক প্রতিরোধী নয় এমন মশা নিয়ে এসে পরীক্ষা, ক্ষেত্রবিশেষে পরীক্ষা না করেই প্রতিবেদন দেওয়া ইত্যাদি

কীটনাশকের মান নিয়ন্ত্রণ

কীটনাশকের নিবন্ধনে অনিয়ম ও দুর্নীতি

- যে কোনো প্রতিষ্ঠানকে কীটনাশক আমদানি, উৎপাদন, পুনরুৎপাদন, মোড়কজাতকরণের জন্য ‘কীটনাশক আইন ২০১৮ (ধারা ৪)’ অনুযায়ী কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং-এর অধীনে নিবন্ধিত হতে হয়; এই নিবন্ধন প্রক্রিয়ায় দীর্ঘসূত্রতা ও দুর্নীতি সংঘটিত হয়ে থাকে
- জনস্বাস্থ্য কীটনাশকের নিবন্ধন পাওয়া কোনো কোনো প্রতিষ্ঠান কীটনাশকের একচেটিয়া উৎপাদন ও বিক্রয় কার্যক্রমের জন্য উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইংকে ঘুষ দিয়ে নতুন প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন প্রক্রিয়া বন্ধ করে রাখে
- উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং ও আইইডিসিআর কর্তৃক কীটনাশকের নিবন্ধন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন ধাপে ও কীটনাশকের কার্যকরতা পরীক্ষায় অনিয়ম-দুর্নীতি করলেও এ বিষয়ে কোনো জবাবদিহিতার মুখোমুখি হতে হয় না

“একটি কীটনাশকের নিবন্ধন নিতে হলে একজনকে নিয়ম-বহির্ভূতভাবে ২-৩ লাখ টাকা খরচ করতে হয়, তাও সবাইকে দেয়া হয় না, এর জন্য তদবিরও করতে হয়।” - একটি বেসরকারি কীটনাশক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠানের মালিক

“এখানে নিবন্ধন প্রক্রিয়া শুরু করার সময় শুধু কথা বলতেই ৫ হাজার টাকা দিতে হয় এরপর প্রতি ধাপেই টাকা দিতে হয়, আর একটি পণ্যের নিবন্ধন নিতে ২ বছরের বেশি সময় লাগে, ফলে আমি নিবন্ধনের আবেদন প্রত্যাহার করে নিয়েছি।” - একটি বেসরকারি কীটনাশক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠানের মালিক

মাঠ পর্যায়ের মশক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম

মশক নিধন কার্যক্রমে অনিয়ম-দুর্নীতি

- কীটনাশক ও ফগার মেশিনের জ্বালানি ব্যবহার না করে বাজারে বিক্রি করে দেওয়া হয়; লার্ভিসাইড ব্যবহার না করে ফেলে দেওয়া হয়
- ভবনের নিচ তলায় বা গ্যারেজে ফগিং করার জন্য টাকা নেওয়া (৫০-২০০ টাকা) হয়
- দুই সিটি কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে এডিস মশা নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধে জন অংশগ্রহণের কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয় নি

দায়িত্ব পালনে অবহেলা

- ঢাকার বাইরে যাতে ডেঙ্গু সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়তে না পারে সেজন্য বাস, ট্রেন ও লঞ্চে মশার স্প্রে করার কথা থাকলেও তা করা হয় নি
- সকল ওয়ার্ডে সব এলাকায় সমানভাবে কাজ করা হয় না; নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত এলাকাগুলোতে নিয়মিতভাবে ফগিং করা হয় না
- ডেঙ্গু মৌসুম শেষ না হতেই মশক নিধন কার্যক্রমে শৈথিল্য লক্ষ করা যায়

মাঠ পর্যায়ের মশক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম

অপ্রয়োজনীয় ও লোক দেখানো ব্যবস্থা গ্রহণ

- ডেঙ্গু রোগের বিস্তারের ভয়াবহতা পরবর্তীতে স্বীকার করলেও কিছু অপ্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ
  - হোল্ডিং করদাতাদের জন্য এরোসল ক্রয়
  - ডেঙ্গু মশার অ্যাপ তৈরি
  - গণমাধ্যমে প্রচারের জন্য পরিষ্কার সড়কে লোক দেখানো 'বর্জ্য পরিষ্কার' এবং ফগিং করা

প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা: জনবল ঘাটতি ও প্রশিক্ষণের অভাব

- এলাকার আয়তন বিবেচনা না করে মশক নিধন কর্মী বণ্টন
- প্রতি চার ওয়ার্ডের জন্য গড়ে মাত্র একজন তত্ত্বাবধায়ক; ফলে মশার কীটনাশক দেয়া বা উৎস নির্মূলের কাজ যথাযথভাবে হচ্ছে কিনা তা মনিটরিং করার কার্যক্রম খুবই দুর্বল
- দুই সিটিতে গড়ে ওয়ার্ড প্রতি ৫ জন মশক নিধন কর্মী যা মশক নিধন বিশেষত এডিস মশার উৎস নির্মূলের জন্য অপ্রতুল; উল্লেখ্য কলকাতা পৌরসংস্থায় প্রতি ওয়ার্ডের জন্য গড়ে ১৫ জন কর্মী রয়েছে
- মশক নিধন কর্মীদের প্রশিক্ষণের ঘাটতি রয়েছে (বিশেষত অস্থায়ী/আউট সোর্সিং কর্মী)

মাঠ পর্যায়ের মশক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম (চলমান...)

প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা: অবকাঠামো ও যন্ত্রপাতি ঘাটতি

- ২০১৮ সালে উত্তর সিটির ৬৫২টি মেশিনের মধ্যে অর্ধেক মেশিন নষ্ট ছিল - বর্তমানে জরুরি পরিস্থিতিতে নতুন কিছু মেশিন ক্রয় করা ও কিছু মেশিন মেরামত করা হলেও এখনো ৪০-৪৫টি মেশিন নষ্ট
- পক্ষান্তরে দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের ৯৪০টি মেশিনের মধ্যে ৪২৮টি মেশিন নষ্ট ছিল (হ্যান্ডেলড মেশিন ৪৪২টির মধ্যে ২০৮টি, ফগার মেশিন ৪৪৭টির মধ্যে ২০২টি নষ্ট এবং হুইলব্যারো ৫১টির মধ্যে ১৮টি নষ্ট)
- অধিকাংশ নষ্ট মেশিনের যন্ত্রাংশ বাংলাদেশে পাওয়া যায় না
- যন্ত্রপাতির অভাবে দক্ষিণ সিটির নতুন ওয়ার্ডের কিছু কিছু এলাকায় এখনো যথাযথভাবে মশক নিধন কাজ শুরু হয় নি; একটি ওয়ার্ডে কর্মী সংখ্যা ১০ জন কিন্তু মেশিন আছে ৩টি

মশক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে বিভিন্ন অংশীজনের সমন্বয়

- সারা দেশব্যাপী সমন্বিত পরিকল্পনা ও কার্যক্রম পরিচালনার জন্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, রোগ নিয়ন্ত্রণ বিভাগ, আইইডিসিআর, সিটি কর্পোরেশনসমূহ, স্থানীয় সরকার, রাজউকসহ অন্যান্য বিভাগীয় উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, ওয়াসা, রিহ্যাব, পরিবেশ অধিদপ্তর, গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, আবহাওয়া অধিদপ্তর ইত্যাদি দপ্তরগুলোর মধ্যে যে সমন্বয় প্রয়োজন তার ঘাটতি রয়েছে
- অন্যদিকে যাদের ওপর মশা নিয়ন্ত্রণের মূল দায়িত্ব ছিল তাদের মধ্যে সমন্বয়ের ঘাটতি ও অবহেলার কারণে ডেঙ্গু ছড়িয়ে পড়ার পর সাধারণ জনগণের ওপর দায় চাপিয়ে জরিমানা শুরু করে
- যেসব বিষয়ে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোতে পরিকল্পনার প্রণয়নে সমন্বয়ের ঘাটতি রয়েছে
  - নির্মাধীন ভবন ও বড় বড় নির্মাণ প্রকল্প এলাকা তদারকি, এডিস মশার উৎস নির্মূল ও তাদের আইনের আওতায় আনা
  - বাস টার্মিনাল, রেলস্টেশন ইত্যাদি এলাকা তদারকি ও এডিস মশার উৎস নির্মূল
  - আবহাওয়ার পূর্বাভাস
  - এডিস মশা জরিপ; প্রাদুর্ভাবের সাথে সাথে ডেঙ্গু আক্রান্তের এলাকা (হটস্পট) চিহ্নিত করা; তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ
  - জলাবদ্ধতা নিরসণ ও এডিস মশার উৎস নির্মূলের জন্য বর্জ ব্যবস্থাপনা

মশক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে বিভিন্ন অংশীজনের সমন্বয় (চলমান...)

- সিটি কর্পোরেশনের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ ও স্বাস্থ্য বিভাগের মধ্যে সমন্বয়ের ঘাটতি; ২০১৯ থেকে মশার উৎস নির্মূলে মশক নিধন কর্মীদের সাথে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের কর্মীরা কাজ করছে
- ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা ও হটস্পট চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, সিটি কর্পোরেশন, সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালের মধ্যে সমন্বয়ের ঘাটতি বিদ্যমান
- এডিস মশা নিয়ন্ত্রণ ও নিধনের ক্ষেত্রে ঢাকার দুই সিটি কর্পোরেশনের নেতৃত্ব কখনোই সমন্বিতভাবে পরিকল্পনা করে নি এবং সমন্বিতভাবে মশা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের উদ্যোগ নেয় নি

পরিকল্পনায় অংশগ্রহণের সুযোগের ঘাটতি

- কীটতত্ত্ববিদসহ অন্যান্য বিশেষজ্ঞদের শুধুমাত্র জরুরি পরিস্থিতিতে মতামতের জন্য ডাকা হয়; বিভিন্ন সময়ে জরুরি পরিস্থিতিতে যে কমিটিগুলো করা হয় তা পরবর্তীতে কার্যকর থাকে না
- বিশেষজ্ঞদের মতামত পছন্দ না হলে তাদের পরবর্তীতে আর ডাকা হয় না
- সিটি কর্পোরেশনগুলো কীটনাশকের মান পরীক্ষা করার জন্য উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং-কে নিয়মিত ডাকে না; তবে তাদের ডাকলে তারা যান

মশা নিয়ন্ত্রণে সুশাসনের ঘাটতি ও ফলাফল

সার্বিক পর্যবেক্ষণ

- বাংলাদেশে বিগত কয়েক বছর ধরে ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব থাকলেও জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে ডেঙ্গু মশা নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধকে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হয় নি
- এডিস মশা নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধে সমন্বিত ব্যবস্থাপনা না রেখে দুই সিটি কর্পোরেশনের কার্যক্রম শুধু রাসায়নিক ব্যবস্থাপনা-কেন্দ্রিক ও অ্যাডাল্টিসাইড পদ্ধতি-নির্ভর, যা এডিস মশার ক্ষেত্রে কার্যকর নয়, কীটনাশক ক্রয়-নির্ভর এবং ফলে দুর্নীতির ক্ষেত্র তৈরি করে; অন্যদিকে উপযুক্ত ও কার্যকর অ্যাডাল্টিসাইডও নির্ধারণ করা হয় না
- অনিয়ম-দুর্নীতির উদ্দেশ্যে কীটনাশক ক্রয়ে যথাযথভাবে সরকারি ক্রয় আইন অনুসরণ করা হয় না - ফলে সরকারি অর্থের অপচয় হচ্ছে, নির্ধারিত বাজেটের পূর্ণ ব্যবহার হচ্ছে না এবং মানহীন কীটনাশক সরবরাহ করা হচ্ছে
- ডেঙ্গু প্রকৃত চিত্র চিহ্নিত, নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধে সংশ্লিষ্ট দপ্তর ও বিভাগের মধ্যে সমন্বয়, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ঘাটতি
- বিক্ষিপ্তভাবে লোক দেখানো অকার্যকর কার্যক্রম গ্রহণ এবং সিটি কর্পোরেশনসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অংশীজনের মশক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে সীমাবদ্ধতা, অনিয়ম-দুর্নীতির কারণে সারা দেশে ডেঙ্গু ছড়িয়ে পড়েছে যা লক্ষাধিক মানুষের ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হওয়া এবং দুই শতাধিক মানুষের মৃত্যুর কারণ

সুপারিশ

কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন

১. সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে জাতীয় পর্যায়ে এডিস মশা নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনা কৌশল ও কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে, যেখানে সকল অংশীজনের দায়িত্ব ও কর্তব্য সুস্পষ্ট করতে হবে

২. জাতীয় কৌশল ও কর্মপরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্য রেখে সংশ্লিষ্ট অংশীজনকে মশা নিধনে নিজস্ব পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে

৩. এডিস মশা নিয়ন্ত্রণে সকল প্রকার পদ্ধতির ব্যবহার নিশ্চিত করে সিটি কর্পোরেশনগুলোকে সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে; পরিবেশবান্ধব পদ্ধতির ব্যবহার বৃদ্ধি করতে হবে (যেমন, এডিস মশার উৎস নির্মূল, পরিবেশবান্ধব রাসায়নিক ব্যবহার); বছরব্যাপী এ কার্যক্রম পরিচালনার পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে

আইন সংস্কার

৪. এডিস মশা নিয়ন্ত্রণে নির্মাণাধীন ভবন, নির্মাণ প্রকল্প ইত্যাদি বিষয় সংশ্লিষ্ট সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের (রিহ্যাব, হাউজিং এস্টেট কোম্পানি ইত্যাদি) দায়িত্ব ও কর্তব্য কী হবে তা সংশ্লিষ্ট আইনগুলোতে স্পষ্ট করতে হবে। দায়িত্ব ও কর্তব্যের ব্যত্যয়ের ক্ষেত্রে শাস্তিমূলক ব্যবস্থার বিধান থাকতে হবে

সুপারিশ (চলমান..)

এডিস মশা জরিপ, ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা চিহ্নিতকরণ, ডেঙ্গুর আগাম সতর্কতা

৫. স্বাস্থ্য অধিদপ্তরকে সকল সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতাল ও রোগ-নির্ণয় কেন্দ্রকে একটি কেন্দ্রীয় ডাটাবেজের অধীনে নিয়ে আসতে হবে, যেখানে সকলের প্রবেশের সুযোগ থাকবে; ডেঙ্গু রোগী চিহ্নিত হওয়ার সাথে সাথে সিটি কর্পোরেশন এবং দেশের অন্য এলাকায় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবহিত করতে হবে

৬. স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, আইইডিসিআর ইত্যাদি দপ্তরের সহযোগিতা নিয়ে প্রতিবছর ডেঙ্গু প্রাদুর্ভাবের শুরুতেই সিটি কর্পোরেশনগুলো সব হটস্পট চিহ্নিত করবে এবং এ বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণের ব্যবস্থা করবে

৭. এডিস মশার জরিপ কার্যক্রম ঢাকার বাইরে সম্প্রসারিত করতে হবে; এক্ষেত্রে স্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়, কীটতত্ত্ববিদ, বেসরকারি গবেষণা সংস্থা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের সহায়তা নেওয়া যেতে পারে

জনবল ও প্রশিক্ষণ

৮. জনসংখ্যা, আয়তন, ডেঙ্গু আক্রান্তের হার, ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা ইত্যাদি বিবেচনা করে মাঠ পর্যায়ের জনবলের চাহিদা নিরূপণ ও এবং চাহিদার ভিত্তিতে নিয়োগ, আউট সোর্সিং বা জনসম্পৃক্ততা নিশ্চিত করে স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন করতে হবে; এর জন্য পর্যাপ্ত ও সুষম বাজেট বরাদ্দ দিতে হবে

৯. মশা নিধন কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবক দলকে এডিস মশা নির্মূলের জন্য যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে

সুপারিশ (চলমান..)

মশক নিধন কীটনাশক ও উপকরণ ক্রয়

১০. উপযুক্ত কীটনাশক ও এর চাহিদা নির্ধারণ, ক্রয়, কার্যকরতা ও সহনশীলতা পরীক্ষার জন্য সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে বিশেষজ্ঞ কারিগরি কমিটি করতে হবে; তাদের কার্যক্রম নিয়মিত হতে হবে এবং সভাগুলোর কার্যবিবরণী প্রকাশ করতে হবে

১১. অনিয়ম-দুর্নীতি প্রতিরোধে কীটনাশক ক্রয় প্রক্রিয়ায় জাতীয় ক্রয় আইন ও বিধিমালা অনুসরণ করতে হবে

১২. মশা নিধন কার্যক্রম-সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের অনিয়ম-দুর্নীতি ও দায়িত্বে অবহেলার বিষয়গুলো তদন্ত করে সংশ্লিষ্টদের শাস্তির আওতায় আনতে হবে

কীটনাশকের মান ও কীটনাশক প্রতিরোধী ক্ষমতা পরীক্ষা

১৩. মশার কীটনাশক প্রতিরোধী ক্ষমতা রোধ করার জন্য কিছুদিন পরপর যথাযথ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কীটনাশক পরিবর্তন, একেক এলাকায় ভিন্ন ভিন্ন কীটনাশক ব্যবহার ইত্যাদি নিশ্চিত করতে হবে

১৪. তৃতীয় পক্ষ (বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, কীটতত্ত্ববিদ, বেসরকারি গবেষণা সংস্থা ইত্যাদি) কর্তৃক মশার কীটনাশক প্রতিরোধী ক্ষমতা এবং মশা নিধন কার্যক্রম মনিটরিং এর ব্যবস্থা করতে হবে

১৫. আইইডিসিআর, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইংয়ের কীটতত্ত্ববিদসহ বিশেষজ্ঞ শূন্যপদগুলো পূরণ করতে হবে এবং পদ না থাকলে পদ সৃষ্টি করতে হবে

ধন্যবাদ

এডিস মশা নিয়ন্ত্রণে ঢাকা শহরের সাথে অন্যান্য কয়েকটি শহরের তুলনামূলক চিত্র

পদ্ধতি	ঢাকা সিটি কর্পোরেশন	কলকাতা পৌরসংস্থান	সিঙ্গাপুর সিটি
মশা নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি	এডাল্টিসাইড নির্ভর	সমন্বিত পদ্ধতি (সারা বছর ধরে নিবিড় নজরদারি)- যেন কোথাও পানি না জমে;	সমন্বিত পদ্ধতি (উৎস ধ্বংস, ৫০ হাজার গ্রেভিট্যাপ ইত্যাদি); মানুষের ঘর, পাবলিক প্লেস, নির্মাণ এলাকা, হাউজিং এস্টেটে ডেঙ্গু মশার জন্মস্থল খুজে ধ্বংস
কর্মী সংখ্যা	৭১৩ জন (দুই সিটি এক সাথে)	১৮৬০ জন (৯৩০টি টিম; ২ জন সদস্য) ৩২০ (প্রায়) (৩২ টি র‍্যাপিড একশন টিম)	নিজস্ব কর্মী ৮৫০০ প্রশিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবক
কার্যক্রম	সপ্তাহে দুই দিন ফগিং করা হতো এবং এই বছর জরুরী পরিস্থিতিতে প্রতিদিন	সারা বছর ধরে নজরদারি একদল প্রচার চালায় এবং একদল উৎস নির্মূল	সারা বছরে মোট ১০ লক্ষ পরিদর্শন কার্যক্রম; ৯ হাজার নির্মাণ এলাকা; ২০১৮ সালে মশার প্রায় ১৮ হাজার উৎস ধ্বংস
রোগ চিহ্নিতকরণ	কোনো ব্যবস্থা নেই	প্রতি ওয়ার্ডে একজন করে নিয়োজিত, বিভিন্ন হাসপাতাল ও গৃহস্থালী থেকে তথ্য সংগ্রহ	সারা বছর; ১৮৮টি ডেঙ্গু ক্লাস্টার্স চিহ্নিত
জরুরী প্রয়োজনে সারা	কোনো ব্যবস্থা নেই	কোনো এলাকার হাসপাতালে রোগী পাওয়ার সাথে সাথে ব্যবস্থা (৩২ টি র‍্যাপিড একশন টিম)	ডেঙ্গু কমিউনিটি এলার্ট সিস্টেম; ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় কালার-কোডেড ব্যানার
আইন প্রয়োগ		কোনো ভবনে পানি জমে থাকলে সেই ভবনগুলির ওপরে এক লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা ধার্য করার জন্য আইন পরিবর্তন; পানি পরিষ্কার করে দিলে অতিরিক্ত বিল ধার্য	প্রতি মাসে অন্তত একবার নির্মাণ এলাকা পরিদর্শন, আইন ভঙ্গ করলে জরিমানা ও সাময়িকভাবে কাজ বন্ধ; ২০১৮ সালে ৪০টি নির্মাণকাজ বন্ধ করা; নির্মাণ কাজের সময় ঠিকাদারদের পেস্ট কন্ট্রোল অফিসার ও পরিচ্ছন্নতা কর্মী নিয়োগ বাধ্যতামূলক

সরকারি হিসাব অনুযায়ী মাসভিত্তিক ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা

মাস	জানুয়ারি	ফেব্রুয়ারি	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগস্ট	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নভেম্বর	ডিসেম্বর	মোট
২০০৮	০	০	০	০	০	০	১৬০	৪৭৩	৩৩৪	১৮৪	০	০	১১৫১
২০০৯	০	০	০	০	১	০	৪	১২৫	১৮৮	১৫৪	০	০	৪৭২
২০১০	০	০	০	০	০	০	৬১	১৮৩	১২০	৪৫	০	০	৪০৯
২০১১	০	০	০	০	০	৬১	২৫৫	৬৯১	১৯৩	১১৪	৩৬	৯	১৩৫৯
২০১২	০	০	০	০	০	১০	১২৯	১২২	২৪৬	১০৭	২৭	০	৬৪১
২০১৩	৬	৭	৩	৩	১২	৫০	১৭২	৩৩৯	৩৮৫	৫০১	২১৮	৫৩	১৭৪৯
২০১৪	১৫	৭	২	০	৮	৯	৮২	৮০	৭৬	৬৩	২২	১১	৩৭৫
২০১৫	০	০	২	৬	১০	২৮	১৭১	৭৬৫	৯৬৫	৮৬৯	২৭১	৭৫	৩১৬২
২০১৬	১৩	৩	১৭	৩৮	৭০	২৫৪	৯২৬	১৪৫১	১৫৪৪	১০৭৭	৫২২	১৪৫	৬০৬০
২০১৭	৯২	৫৮	৩৬	৭৩	১৩৪	২৬৭	২৮৬	৩৪৬	৪৩০	৫১২	৪০৯	১২৬	২৭৬৯
২০১৮	২৬	৭	১৯	২৯	৫২	২৯৫	৯৪৬	১৭৯৬	৩০৮৭	২৪০৬	১১৯২	২৯৩	১০১৪৮
২০১৯	৩৮	১৮	১৭	৫৮	১৯৩	১৮৮৪	১৬২৫৩	৫২৬৩৬	১১৮৯৩	–	–	–	৮২৯৯০

তথ্যসূত্র: স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৯)

বাংলাদেশে ডেঙ্গু প্রবণতা (২০০০-২০১৯)

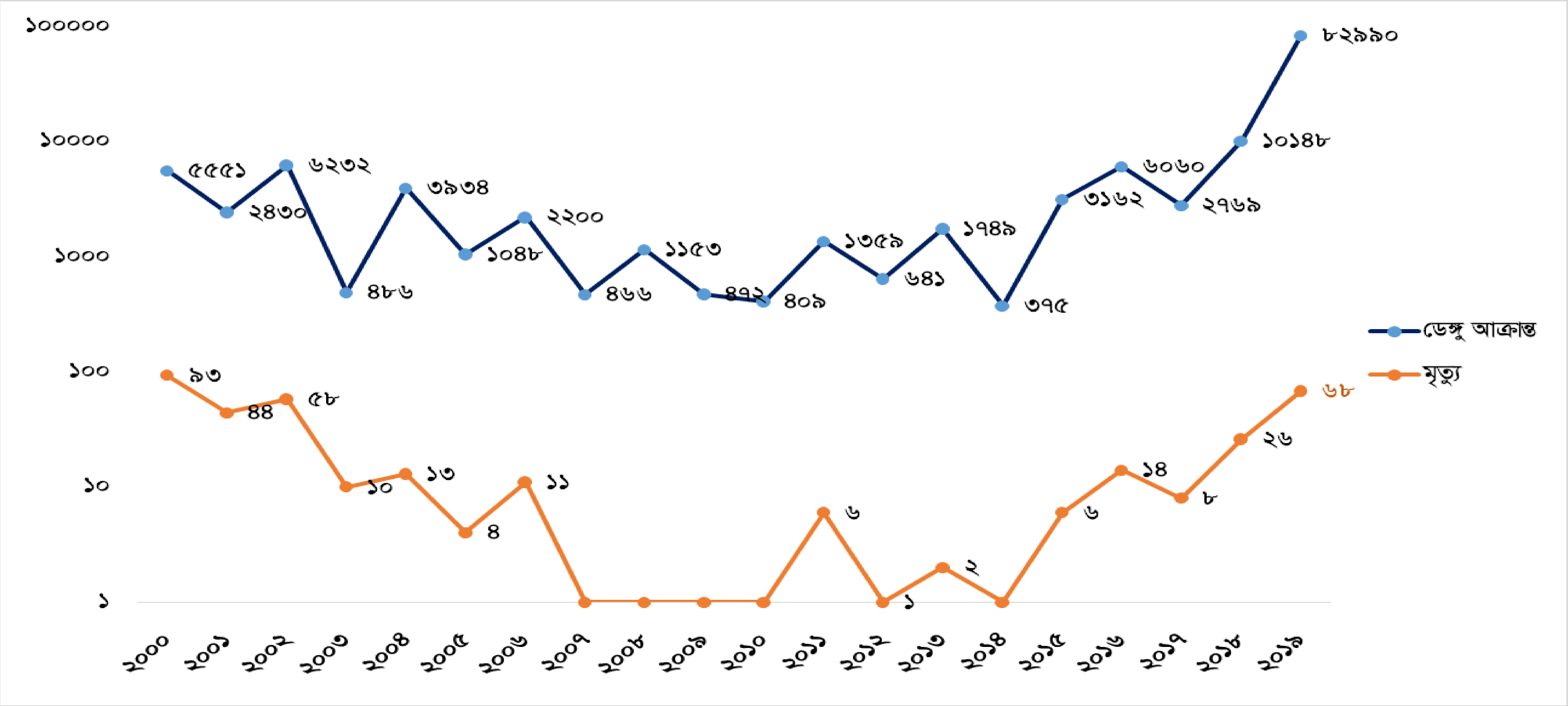

তথ্যসূত্র: স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৯)

**বেসরকারি তথ্যমতে ২০১৯ সালে মৃত্যুর সংখ্যা ২২৩ (১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত)*